بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ০৪ই সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় মহানবী (সা.)-এর আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভরসার বিভিন্ন দৃষ্টান্ত ও ঘটনা তুলে ধরেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা যখন আমাদের মহানবী (সা.)-কে পরিপূর্ণ মানব বানিয়ে সমগ্র মানবজাতির জন্য উত্তম আদর্শ হিসেবে প্রেরণ করেন, তখন প্রতিটি নৈতিক গুণাবলীকে তাঁর সত্তায় প্রথিত করে তাঁকে মহান চরিত্রে উন্নীত করেছেন এবং মু'মিনদেরকে উপদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা যদি নিজেদের মধ্যে উন্নতমানের নৈতিক গুণাবলী সৃষ্টি করতে চাও তাহলে এই মহান রসূল (সা.)-এর অনুসরণ করো। মহানবী (সা.)ও আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিটি নৈতিক গুণকে সর্বোচ্চ মানে উপনীত করেছিলেন এবং মু'মিনদেরকেও এই উপদেশ দিয়েছেন যে, তোমরাও এসব নৈতিক গুণের সুউচ্চ মান অর্জন করার চেষ্টা করো। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনচরিতের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, এর ধারাবাহিকতায় আজ তাঁর 'তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ্' অর্থাৎ, আল্লাহ্র প্রতি ভরসার বিষয়টি উল্লেখ করব।

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন সূত্রে ও বিভিন্ন স্থানে তাওয়াক্কুল বা খোদার ওপর নির্ভর করা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। এক স্থানে তাঁকে (সা.) সম্বোধন করে আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا * وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا * وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا * وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (সূরা আল-আহযাব :৪৬-৪৯)

অর্থাৎ, **হে নবী! নিশ্চয় আমরা তোমাকে এমন অবস্থায় প্রেরণ করেছি যে, তুমি জগতের পরিদর্শক, মু'মিনদের সুসংবাদদাতা এবং কাফিরদের জন্য সতর্ককারী। আর আল্লাহ্র নির্দেশে তাঁর প্রতি আহ্বানকারী এবং এক প্রদীপ্ত সূর্য হিসেবে প্রেরণ করেছি। আর মু'মিনদের সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এক মহা অনুগ্রহ রয়েছে। আর কাফির ও মুনাফিকদের কথা কখনোই মেনো না এবং তাদের কষ্টদানকে উপেক্ষা করো। আর সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র ওপর তাওয়াক্কুল বা নির্ভর করো, আর কার্যনির্বাহী হিসেবে আল্লাহ্-ই যথেষ্ট।**

একইসাথে এসব আয়াতে মু'মিনদের জন্যও সুসংবাদ রয়েছে যে, তারা যদি আল্লাহ্র নির্দেশাবলী মেনে চলে এবং আল্লাহ্র ওপর ভরসা করে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্যও যথেষ্ট হবেন। যেমনটি মু'মিনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ অর্থাৎ, **আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই আর মু'মিনদের আল্লাহ্ তা'লার ওপরই ভরসা করা উচিত।** অতএব, আমরা যদি আল্লাহ্ তা'লার ওপর ভরসা করি এবং তাঁর ইবাদতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করি, তবে নিশ্চয়ই খোদা তা'লার নিদর্শনাবলীও দেখতে পাবো। এর সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত আমরা মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের জীবনচরিতে দেখতে পাই।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **এটি মনে করো না যে, আল্লাহ্ তা'লা অসহায়, বরং তিনি মহা-ক্ষমতার অধিকারী। কোনো বিষয়ে তাঁর প্রতি ভরসা করলে তিনি অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করবেন। 'ওয়া মাইয়্যাতাওয়াক্কাল আলাল্লাহ্ ফাহুয়া হাসবুহু' আর যে কেউ আল্লাহ্র ওপর ভরসা করে আল্লাহ্ তার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু এসব আয়াতের প্রথম সম্বোধিত ছিল ধর্মানুরাগী (সাহাবীগণ)। তাদের সমস্ত চিন্তাভাবনা ধর্মীয় বিষয়াদি কেন্দ্রিক ছিল এবং পার্থিবতাকে তারা**

খোদার হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাই আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এ বলে প্রবোধ দেন যে, আমি তোমাদের সাথে আছি। মোটকথা, তাকওয়ার একটি কল্যাণ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকীকে সেসব বিপদাপদ থেকেও মুক্তি দান করেন যা ধর্মীয় বিষয়াবলীর অন্তর্ভূক্ত নয়। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকীকে বিশেষ পদ্ধতিতে রিযিক দান করেন। এখানে রিযিক বলতে আমি আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞানের কথা উল্লেখ করব আর তা হলো, মহানবী (সা.)-কে নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও সমগ্র জগতের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে— যাদের মাঝে আহলে কিতাব, দার্শনিক, উন্নত পর্যায়ের শিক্ষিত, বিজ্ঞ ও জ্ঞানী লোকেরা ছিলেন, কিন্তু তিনি এত অধিক পরিমাণে আধ্যাত্মিক রিযিক লাভ করেছিলেন যে, তিনি সবার ওপর জয় লাভ করেছেন এবং তাদের সবার ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন। এ ছিল আধ্যাত্মিক রিযিক, যার কোনো তুলনা হয় না।"

হযরত উমর (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, **তোমরা যদি সেভাবে আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করো যেভাবে তাঁর ওপর ভরসা করা উচিত তাহলে অবশ্যই তোমাদেরকে তেমনি রিযিক দেওয়া হবে যেভাবে পাখিদের দেওয়া হয়। তারা সকালে খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যায় পেট ভরে ফিরে আসে।**

হযরত আবু যার (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে মহানবী (সা.) বলেন, **জগতের প্রতি অনীহা প্রকাশের অর্থ হালালকে হারাম করা নয় এবং সম্পদ ধ্বংস করাও নয়। দুনিয়ার প্রতি অনীহা হলো, তোমার দু'হাতে যা রয়েছে তার চেয়ে খোদার হাতে যা রয়েছে তা যেন তোমার নিকট অধিক নির্ভরযোগ্য হয় আর বিপদাপদের সময় পুণ্য লাভের বিষয়ে তোমার অবস্থা এমন হওয়া উচিত যে, যখন তোমার ওপর কোনো বিপদ আসে, তখন তুমি এতে অধিক আগ্রহী হবে যে, হায়! তা যদি তোমার জন্য আরও বাকী থাকতো (যাতে পুণ্য বৃদ্ধি পায়)।**

মহানবী (সা.) আরও বলেছেন, **ইবনে আদমের অন্তরে প্রতিটি উপত্যকার জন্য একটি করে পথ রয়েছে। যে ব্যক্তির অন্তর এর সমস্ত পথের অনুসরণ করে, আল্লাহ্ তা'লা এ ভ্রুক্ষেপ করেন না যে, তিনি তাকে কোন্ উপত্যকায় ফেলে দিবেন বা ধ্বংস করে দিবেন; তবে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ওপরে ভরসা করে, তাহলে আল্লাহ্-ই তাকে বিভিন্ন পথে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট হবেন।**

হুযূর (আই.) বলেন, যে ব্যক্তি তার সকল চিন্তাভাবনাকে একটিমাত্র চিন্তায় অর্থাৎ, ধর্ম চিন্তায় রূপায়িত করে —নিজের আধ্যাত্মিক অবস্থার আত্মবিশ্লেষণ করে, আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ককে খতিয়ে দেখে, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য উভয় জগতের সমস্ত চিন্তার ক্ষেত্রে যথেষ্ট হয়ে যান।

মহানবী (সা.) নিজের দৈনন্দিন কাজে আল্লাহ্ তা'লার ওপর ভরসা রেখে দোয়া করতেন। হযরত উম্মে সালমা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন নিজের বাড়ি থেকে বের হতেন তখন এই বলে দোয়া করতেন, **"আল্লাহ্‌র নামে (বের হচ্ছি), আমি আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করি। হে আল্লাহ্! আমরা তোমার কাছে আশ্রয় চাই এথেকে যে, আমরা যেন পিছলে না যাই অথবা বিভ্রান্ত না হই অথবা আমরা যেন অত্যাচার না করি অথবা আমাদের ওপর যেন অত্যাচার করা না হয় অথবা আমরা যেন মূর্খতাপূর্ণ আচরণ না করি অথবা আমাদের সাথেও যেন মূর্খতাপূর্ণ আচরণ করা না হয়।"**

মহানবী (সা.) যখন বাড়ি থেকে বাইরে বের হতেন তখন এ দোয়া পাঠ করতেন, **"আল্লাহ্‌র নামে (বের হচ্ছি)! আমি আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করি এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত সৎকাজের কোনো শক্তি নেই এবং মন্দ কাজ থেকে বাঁচারও কোনো ক্ষমতা নাই। হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই এথেকে যে, আমি যেন পথভ্রষ্ট না হই অথবা আমাকে যেন**

পথভ্রষ্ট করা না হয়; আমি যেন স্খলনের শিকার না হই অথবা আমাকে যেন স্খলনে ফেলা না হয়; আমি যেন কারো ওপর অত্যাচার না করি অথবা আমার ওপর যেন অত্যাচার করা না হয়; আমি যেন মূর্খতার কাজ না করি অথবা আমার সাথে যেন মূর্খতাপূর্ণ আচরণ করা না হয়; আমি যেন কারো ওপর বাড়াবাড়ি না করি অথবা আমার সাথেও যেন বাড়াবাড়ি করা না হয়।"

তিনি (সা.) অন্যত্র বলেন, যখন কোনো ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করে, তখন তার বলা উচিত, **" হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে গৃহে প্রবেশের কল্যাণ কামনা করি এবং ঘর থেকে বের হওয়ার কল্যাণ কামনা করি। আল্লাহ্‌র নামে আমরা প্রবেশ করি এবং আল্লাহ্‌র নামে আমরা বের হই এবং আল্লাহ্ যিনি আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তাঁর ওপরই আমরা ভরসা করি।** প্রথমে এই দোয়া পড়বে, অতঃপর নিজের পরিবারবর্গকে সালাম করবে।

হুযূর (আই.) বলেন, মুসায়লামা কাযযাব নিজের সৈন্যসামন্ত সহ মহানবী (সা.)-এর অনুসারী হওয়ার প্রস্তাব দেয়, তবে সাথে এই শর্ত জুড়ে দেয় যে, মুহাম্মদ (সা.) যদি তাঁর পর আমাকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত (বা খলীফা) মনোনীত করেন তবে আমি তাঁর অনুসারী হবো। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে, তার মান্যকারীর সংখ্যা ছিল এক লক্ষ। তখন মহানবী (সা.)-এর হাতে একটি খেজুর গাছের ডাল ছিল। তিনি (সা.) সেটি দেখিয়ে বলেন, **"তুমি যদি আমার কাছে এই ডালটিও চাও, আমি তোমাকে তাও দেবো না। তুমি কখনোই আল্লাহ্‌র ফয়সালাকে অতিক্রম করতে পারবে না।"**

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লেখেন, **মহানবী (সা.)-এর কোনো কাজেই জগৎ ও জগৎপূজারীদের প্রতি দৃষ্টি ছিল না এবং পার্থিব উপায়-উপকরণের দিকে তিনি চোখ তুলেও তাকাতেন না। প্রতিটি কাজে তাঁর দৃষ্টি খোদা তা'লার প্রতিই নিবদ্ধ থাকতো যে, যা কিছু করার তিনিই করবেন। তিনি তাওয়াক্কুলের এমন এক পূর্ণাঙ্গ আদর্শ ছিলেন যার দৃষ্টান্ত না পূর্ববর্তী নবীদের জীবনে পাওয়া যায় আর না-ই তাঁর (সা.) পরে তাঁর ন্যায় আল্লাহ্‌র ওপর ভরসাকারী কোনো মানুষের জন্ম হয়েছে।**

এরপর হুযূর আনোয়ার (আই.) এরপর তিনজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করেন এবং নামাযের তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা দেন। প্রথমত মঞ্জি বাহাউদ্দিনের **মুকাররম মির্যা সফদর মাহমুদ সাহেব,** পিতা মুকাররম মির্যা গোলাম রসূল সাহেব। মরহুম গত ২রা সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে শাহাদাত বরণ করেন, **ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন**। কোনো এক অজ্ঞাত ব্যক্তি তাঁর পিছু ধাওয়া করে পেছন থেকে গুলি করে তাঁকে শহীদ করে। শাহাদতের সময় মরহুমের বয়স ছিল ৬৫ বছর। সত্যবাদিতা, ন্যায়নীতির অনুবর্তিতা ও মিথ্যার প্রতি ঘৃণা ছিল তাঁর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তিনি প্রত্যেকের সঙ্গে সদা হাসিমুখে সাক্ষাৎ করতেন। খিলাফতের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ছিল; পাঁচবেলার নামায ছাড়াও তিনি নিয়মিত তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি নিয়মিত এমটিএ দেখতেন এবং প্রতি মাসের ১ তারিখে চাঁদা প্রদানে যত্নবান ছিলেন। প্রত্যহ নিয়মিত সদকা দিতেন এবং প্রতি মাসে ছাগল সদকা করতেন। তিনি নিজে ওসীয়্যত ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং পরিবারের সদস্যদেরও ওসীয়্যত ব্যবস্থায় সম্পৃক্ত করেছিলেন।

দ্বিতীয়ত, **মুকাররম আমাতুল আযীয সাহেবা,** যিনি সম্প্রতি ৬২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, **ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন**। মরহুমা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মূসীয়া ছিলেন। তিনি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এবং হযরত সৈয়্যদা উম্মে তাহের সাহেবার দৌহিত্রী এবং সাহেবযাদী আমাতুল হাকীম সাহেবা ও শ্রদ্ধেয় দাঊদ মুজাফফর শাহ্ সাহেবের কন্যা ছিলেন। তিনি ধৈর্যশীলা, সহানুভূতিশীলা, দরিদ্রবান্ধব, প্রত্যেকের প্রতি নিষ্কলুষ হৃদয়ের অধিকারী

ছিলেন এবং খিলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসা রাখতেন। তিনি অসাধারণ মানে আল্লাহ্‌র ওপর ভরসাকারী ছিলেন। চাঁদা প্রদানে নিয়মিত, সন্তানদের উত্তম তরবীয়্যত প্রদানকারিনী ছিলেন এবং অন্যের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখতেন। মরহুমা হুযূরের শ্যালিকা ছিলেন। তিনি দু'জন পুত্র সন্তান রেখে গেছেন, যাদের একজন ওয়াকেফে যিন্দেগী হিসেবে জামা'তের সেবায় রত আছেন।

তৃতীয় হচ্ছেন, **মুকাররম রশীদ আহমদ আইয়্যায সাহেব,** যিনি সম্প্রতি ৮৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, **ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন**। মরহুম মূসী ছিলেন। শোকার্তদের মধ্যে স্ত্রী ছাড়াও দুই কন্যা ও চার পুত্র সন্তান রয়েছে। তাঁর এক পুত্র শ্রদ্ধেয় তাহের আহমদ জাফর সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্ এবং জামেয়াতুল মুবাশ্বিরীন ঘানার নায়েব প্রিন্সিপাল। তিনি কর্মক্ষেত্রে থাকার কারণে পিতার জানাযায় শরিক হতে পারেননি। পরিশেষে হুযূর আনোয়ার (আই.) প্রয়াত সবার আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করে দোয়া করেন এবং তাদের সন্তান-সন্ততিদের খিলাফত ও জামা'তের সাথে বিশ্বস্ততাপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষার সৌভাগ্য লাভের জন্য দোয়া করেন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org-এ]

(সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)